আজ আর চিঠি আসে না — দ্বিতীয় পাতায়...

বামন মানুষের কথা — দ্বিতীয় পাতায়...

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নতুন নাটক ক্যাকড়া — দ্বিতীয় পাতায়...

জন্মদিনে চাঁদপাড়ায় যীশু খ্রীষ্ঠ স্মরণ — দ্বিতীয় পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 41 ❑ 29 Dec., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ফের বেফাঁস বিজেপি বিধায়ক, তৃণমূল নেতাদের গণধোলাই এর বার্তা

জয় চক্রবর্তী ঃ দিন কয়েক আগে কর্মীদের চ্যালাকাঠ হাতে তুলে নেওয়ার বার্তার পর ফের শুক্রবার ফের বেফাঁস বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। বিক্ষোভ সমাবেশে দাঁড়িয়ে কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আগামী নির্বাচনে ঘর নিয়ে যদি কোন তৃণমূল নেতা চোখ রাঙায়, ভয় দেখায়, তাহলে সোজা চ্যালাকাঠ ধরবেন আর গনধোলাই দেবেন"।

শুক্রবার বিজেপির পক্ষ থেকে গোপালনগর থানার পাল্লা গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বপনবাবু ওই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় না পেতে অনুরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বলেন, যদি কোনও তৃণমূল নেতা আপনাদের ধমকাতে আসেন তাহলে চ্যালা কাঠ ধরে গণধোলাই দেবেন"। বনগাঁর বিডিও-কে নির্লজ্জ, বেহায়া বলে আক্রমণ শানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেও তিনি কুকথা বলেন।

প্রসঙ্গত দুদিন আগে গাইঘাটা ব্লক অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দিয়েছিলেন, তৃণমূল নেতারা চমকালে হাতে চ্যালা কাঠ তুলে নেওয়ার কথা বলেন। স্বপন বাবুর এহেন মন্তব্যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। পাল্লাগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল নেতা নিশীথ বালা বলেন, "উনি যে কথা বলছেন তাতে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে"। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "বিজেপির পাশ থেকে মানুষ সরে গিয়েছেন। তা বুঝতে পেরে ওরা ভুল বকতে শুরু করেছে। মানুষ ওদের প্রত্যাখান করেছে"। বিডিওর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বনগাঁ বারাসাত নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু,বনগাঁ বাগদা রেল পথ তৈরির জন্য অর্থ মঞ্জুরের কথা ঘোষণা শান্তনুর

জয় চক্রবর্তী ঃ সকালের দিকে বনগাঁ শিয়ালদা শাখায় ট্রেন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের। এই শাখায় সকালে অফিসের সময় ট্রেনে প্রচুর ভিড় হয়। মানুষ বসার জায়গা তো পান-ই না। ট্রেনের কামরায় দাঁড়ানোর জায়গাটুকুও পান না নিত্য যাত্রীরা। সে কারণে অনেক সময় তাদের বাদুড় ঝোলা হয়ে যাতায়াত করতে হয়।

নিত্যযাত্রীদের এই সমস্যা দূর করতে বনগাঁ থেকে বারাসাত পর্যন্ত একজোড়া নতুন ট্রেনের সূচনা করা হলো। শনিবার দুপুরে ওই ট্রেন পরিষেবার সূচনা করেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদা শাখার ডিআরএম এসপি সিং। ডিআরএম বলেন, "মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বনগাঁ থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত না পারলেও বনগাঁ থেকে বারাসাত পর্যন্ত আমরা এক জোড়া ট্রেন চালু করলাম"। শান্তনু বাবু বলেন, "এই ট্রেন পরিষেবা চালু করতে ডিআরএম এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। এই ট্রেন সকাল ৭:৪১ মিনিটে বনগাঁ থেকে বারাসাত ছাড়বে। আবার সকাল ৬:২০ মিনিটে বারাসাত থেকে বনগাঁর উদ্দেশ্যে ছাড়বে ট্রেনটি।"

এদিনের ট্রেন পরিষেবার খবর পেয়ে খুশি নিত্যযাত্রীরা। পলাশ সরকার নামে এক নিত্যযাত্রী বলেন, নতুন একজোড়া ট্রেন আমাদের বিভূতিভূষণ হল্ট স্টেশনে দাঁড়াবে। এতদিন আমাদের হল্ট স্টেশন এ খুবই কম ট্রেন দাঁড়াতো। ফলে আমাদের যাতায়াতে খুব অসুবিধা হতো। নতুন ট্রেন পেয়ে আমরা খুশি।" তৃতীয় পাতায়...

নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়াদের দুশ্চিন্তা না করার আশ্বাস তৃণমূল জেলা সভাপতির

প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের আগে মতুয়াদের নাগরিকত্ব পাওয়া না পাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহল সরগরম হতে শুরু করেছে। তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে মতুয়াদের কাছে টানতে তৎপরতা বেড়েছে। এই আবহের মধ্যেই তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়াদের দুশ্চিন্তা না করার বার্তা দিলেন।

বৃহস্পতিবার বাগদার হেলেঞ্চা হাই স্কুলের মাঠে বাগদা ব্লক মতুয়া সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "নাগরিকত্ব নিয়ে আপনাদের দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আপনারা নাগরিক ছিলেন, থাকবেন। কারণ আপনাদের মাথার উপর আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের মতুয়া সম্মেলনে কয়েক হাজার মতুয়া ভক্তরা ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে মাঠে হাজির হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি মমতা ঠাকুর এবং বনগাঁর পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ। মমতা দেবী মতুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, "সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। এনআরসি সিএএ নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল মতুয়াদের বঞ্চিত করতে চাইছে। আপনাদের আওয়াজ তুলতে হবে। পথে নেমে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। একটা মানুষকেও আমরা উদ্বাস্তু হতে দেব না।"

এদিনের সম্মেলন মঞ্চ থেকে বনগাঁর তৃতীয় পাতায়...

বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ সিপিএম নেতার ছেলের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি : হাইকোর্টের নির্দেশে দিন কয়েক আগে রাজ্যের বেশ কিছু শিক্ষক শিক্ষিকার নিয়োগ বাতিল হয়েছে। সেই তালিকায় নাম উঠে এসেছে বাগদার সিপিএম নেতা নিত্য বিশ্বাসের ছেলে শান্ত নু বিশ্বাসের নাম। নিত্য বাবু বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রধান ছিলেন। তার ছেলে শান্তনু বাবু গাইঘাটার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বরের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশে বাগদা ব্লকে অন্তত দশ জন শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি চলে গিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সিপিএম নেতার ছেলে, তৃণমূল নেতার বৌমা রমা মন্ডল। দুলাল বাবুর দাবী, এরা সকলেই মামা ভাগিনা গ্রামের বাসিন্দা চন্দন মন্ডল এর হাত ধরে চাকরি পেয়েছিলেন।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে কয়েক মাস আগেই চন্দন মন্ডল এর নাম উঠে আসে। ইতিমধ্যেই সিবিআই ও ইডির পক্ষ থেকে তার বাড়িতে তল্লাশি চালানো তৃতীয় পাতায়...

স্কুল ভবন তৈরি হয়েও পড়ে আছে, স্কুল চালু করতে ব্যবস্থা প্রশাসনের

জয় চক্রবর্তী ঃ মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল বিদ্যালয় ভবন। তৈরি হয়ে গেলেও তৈরির পর কয়েক বছর কেটে গেলেও এখনো স্কুল চালু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিল বাসিন্দারা। বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমোরখোলায় বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের নির্দেশে সেই স্কুল ভবনের পরিদর্শনে এলেন এক প্রতিনিধি দল।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের প্রজেক্ট অফিসার অমর্ত্য চক্রবর্তী, বাগদা বিডিও সৌমেন্দু গাঙ্গুলী, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায় সহ একাধিক কর্তারা এই বিদ্যালয় ভবন পরিদর্শনে আসেন। অমর্ত্য চক্রবর্তী বলেন, "জেলাশাসকের নির্দেশে স্কুল ভবনটি পরিদর্শনে এসেছেন। শেষে সমস্ত বিষয়টি জেলা শাসককে জানাবেন।"

সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল বিদ্যালয় ভবন। হেলেঞ্চা কুমোরখোলা এলাকায় বছর ৯ আগে মেয়েদের জন্য ওই আবাসিক স্কুলটি তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরিকল্পনা করেছিলেন তৎকালীন বাগদার বিধায়ক তথা রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ডঃ বি আর আম্বেদকরের নামে এই বিদ্যালয়টি প্রায় ১৭ বিঘা জমির উপরে তৈরি করা হয়েছে। মেয়েদের জন্য আধুনিক মানের ইংরেজি মাধ্যমের এই তৃতীয় পাতায়...

শিক্ষা কর্মীদের বে-আইনি নিয়োগ তালিকায় নাম বিজেপি নেতা ও পত্রিকা সম্পাদকের

প্রতিনিধি : শিক্ষা কর্মীদের বে-আইনি নিয়োগ তালিকায় নাম উঠলো বনগাঁর বিজেপি নেতা গোবিন্দ বিশ্বাসের। তিনি বনগাঁর বোয়ালদহ জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষাকর্মী। ২০১৮ সালে তিনি ওই স্কুলে শিক্ষা কর্মী হিসেবে কাজে যোগদান করেন। ওই বিজেপি নেতা এখন কোন সাংগঠনিক পদে না থাকলেও আগে দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। এ বিষয়ে বনগাঁর বিজেপি সাংগঠনিক সভাপতি রামপদ দাস বলেন, " বেআইনি নিয়োগ তালিকায় গোবিন্দ বাবুর নাম থাকা নিয়ে আমি কোন মন্তব্য করব না। তিনি কিভাবে চাকরি পেয়েছেন তা উনিই ভাল বলতে পারবেন।" তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "এই ঘটনায় প্রমাণিত হলো নিয়োগ দুর্নীতিতে বিজেপির নেতাকর্মীরা যুক্ত। আদালতের উপর আমাদের ভরসা আছে।

গোবিন্দবাবু অবশ্য বেআইনি নিয়োগের কথা অস্বীকার করেছেন। গোবিন্দ বাবু বলেন, "অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষা ইন্টারভিউ দিয়ে আমি চাকরি পেয়েছিলাম। হাইকোর্টের উপর আমার আস্থা আছে। হাইকোর্ট পরবর্তীতে কি নির্দেশ দেয় সেই মতো আমি ব্যবস্থা নেব। "গোবিন্দ বাবু স্কুলের শিক্ষাকর্মী হলেও স্কুলে ক্লাস নেন মাঝেমধ্যেই।

স্কুল সূত্রে জানানো হয়েছে, স্কুলে শিক্ষকের অভাব থাকার কারণে তিনি মাঝেমধ্যে স্কুলে ক্লাস নেন। গোবিন্দ বাবুর পাশাপাশি বনগাঁ মহকুমার আরো কয়েকটি স্কুলের শিক্ষা কর্মীদের নাম বেআইনি নিয়োগ তালিকায় রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনগাঁ কোড়ার বাগান এলাকার বাসিন্দা সুশোভন দত্তের নাম। তিনি নরহরিপুর সারদাচরণ বিদ্যাপীঠের শিক্ষা কর্মী। সুশোভন বাবু এলাকায় সাংস্কৃতিক কর্মী ও কবি হিসেবে পরিচিত। একটি সাহিত্য পত্রিকারও তিনি সম্পাদক। সুশোভন বাবুর নাম বেআইনি নিয়োগ তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪১ ❐ ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

চিনকে তটস্থ রাখা করোনার উপপ্রজাতির সন্ধান ভারতে, কতটা প্রস্তুত স্বাস্থ্য মন্ত্রক?

সামনে উৎসবের মরশুম, নতুন ইংরেজি বছর। ইংরেজি নববর্ষে (New Year) নতুন করে শুরু করতে কোমর বাঁধছে বিশ্ব। পিছিয়ে নেই ভারতও। বড়দিন (X-Mas Day) এবং বছরের শেষদিনকে উপভোগ করেছে। কিন্তু চিনে করোনা সংক্রমণের (Corona Infection) বিস্ফোরণ নতুন করে ভয় ধরাচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অন্দরে। যদিও তারা ধীরে সুস্থে পা ফেলতে নজরদারি চালাচ্ছে। কিন্তু সূত্রের খবর, করোনা ভাইরাসের যে নতুন উপরূপ চিনে মাথাচাড়া দিয়েছে, তার খোঁজ মিলেছে ভারতেও।

ইতিমধ্যে ৪ জনের দেহে করোনার ওই নতুন উপরূপের খোঁজ মিলেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ওমিক্রন বিএফ.৭। জানা গিয়েছে, আক্রান্তরা গুজরাত এবং ওড়িশার বাসিন্দা। চিনে নতুন করে করোনার বাড়বাড়ন্তে কড়া কোভিড বিধি জিংপিংয়ের দেশে। কড়াকড়ি এতটাই যে, সরকার- বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে চিনে।

এদিকে জানা গিয়েছে, ভারতে Omicron BF-7-র প্রথম আক্রান্তের খোঁজ মেলে অক্টোবরে। গুজরাতের বায়োটেকনোলজি রিসার্চ সেন্টারে ধরা পড়ে ওই উপরূপ। এর পরে গুজরাতেই আরও এক আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া, ওড়িশায় দু'জনের দেহে মেলে করোনার নতুন উপরূপের হদিস। এই অবস্থায় এখনই যাতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী না হয়, এমনটাই পরামর্শ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের থেকে এসেছে।

আজ আর চিঠি আসে না

নির্মল বিশ্বাস

'চিঠি'। এই শব্দটি রূপকথা জগতের দুটি অক্ষর। অক্ষর দুটি আজ মৃত। বহুদিন চিঠি আসেও না, যায়ও না। এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা। যিনি 'চিঠি' পৌঁছে দেন সেই 'ডাকপিওন'-এর দেখা মেলে না। আর 'ডাকঘর' এখন 'মিনি ব্যাঙ্ক'। টাকা লেনদেনের অফিস। পোস্টকার্ড, খাম, ডাকটিকিট থাকে ছোট্ট কাঠবাক্সে লুকনো। 'পোস্টকার্ড' চাইলে পোস্টমাস্টার অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন। মনে হল কোনোদিন নামটি শোনেননি। 'পোস্টমাস্টার'-এর প্রশ্ন, 'কি চাইলেন ? পোস্টকার্ড ? টিভিতে পাঠাবেন ? অডিশন দেবেন ? না কমপিটিশন ? এমন হাজারো প্রশ্ন। এক রকম ঠাট্টা ইয়ার্কি। যদি ইনল্যান্ড লেটার চাইলেন বুদ্ধিমান কর্মীটি হেসে বলে ওঠেন, 'আপনি কি ইংল্যান্ড লেটারের কথা বললেন ?' এমন ঠাট্টা-তামাসা যা কিনা ইয়ার্কির পর্যায়ে—

এসব শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আজ আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না। পোস্টমাস্টার ইনল্যান্ড কে ইংল্যান্ড বানিয়ে দিলেন। বুদ্ধিমান পোস্টম্যান মোটা মাইনের সরকারি কর্মী।

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আড়ালে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বড়দের চিঠি পড়তাম। সেই চিঠিতে লেখা থাকত— 'টেলিগ্রাম মনে করিয়া শীঘ্রই বাড়ি আসিবে।' মা লিখতেন বাবাকে আর বৌদি লিখতেন দাদাকে। সেদিন এই ভাষাতে বড়রা চিঠি লিখতেন। ছোট বয়সে অত বুঝতাম না। বোধহয় এ এক রহস্য।

আজও চিঠি লিখি। চিঠি লেখা আমার অভ্যেস। আর হাতে চিঠি পাওয়া মানে, পরম পাওয়া। মনের ভেতর অনেক দুঃখ জমে আছে। শুনবেন ? বেশ। শুনুন তাহলে ! আজ আর বিজয়ার চিঠি আসে না। আগে নানা রঙবেরঙের চিঠি আসত। এসব সেই ছেলেবেলার কথা। তখন কতই বা বয়স! সে সব স্মৃতি মনের মাঝে গাঁথা হয়ে আছে। মা দুর্গা বিসর্জনের পর বাড়ি ফেরা। তখন বিজলি বাতি ছিল না। সূর্যাস্তের পরই ঘরে হ্যারিকেন আলো জ্বলতো। এবার গুরুজনদের প্রণাম করার পালা। মাকে প্রণাম করার পর বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতেন। আমার কপালে স্নেহচুম্বন এঁকে দিতেন। সেদিনের সেই আলিঙ্গনটুকু যেন স্বর্গীয় উষ্ণতা। আজও তা অনুভব করি।

প্রণাম পর্বের পর শুরু হতো বিজয়ার চিঠি লেখার পর্ব। দূরের গুরুজনদের প্রণাম জানানোর জন্য চিঠি লিখতে বসতাম। দাদু, দিদিমা, ঠকুমা, ঠাকুরদা, মামা, মাসি, পিসিদের চিঠিতে বিজয়ার প্রণাম জানাতাম। আবার গুরুজনেরাও চিঠি লিখতেন আশীর্বাদ জানিয়ে। দীপাবলীর আগেই সেসব চিঠি চলে আসত।

ছেলেবেলায় দেখতাম বাড়িতে একটা চিঠি আসা মানে একটা উৎসব। একটা চিঠির অনেক পাঠক। প্রথমে বড়রা তারপর ছোটরা— সে চিঠি এ হাত থেকে সে হাতে ঘোরফেরা করত। ডাকঘর থেকে পোস্টম্যান চিঠি বিলি করতে বাড়িতে এলেই একটা হইচই পড়ে যেত। বাড়ির বড়রা চিৎকার করে বলতেন, 'কে আছ— বাড়িতে পিওনদা এসেছেন। বসতে দাও। আবার কেউ কেউ ভদ্রভাষায় বলতেন, 'পোস্টম্যান সাহেব'। বাড়িতে লেখাপড়া না জানা লোক থাকলে চিঠি পড়ে শোনাতেন পোস্টম্যান বাবু।

সেই সময়ে পোস্টম্যানের নির্দিষ্ট পোশাকও ছিল। হাজার মানুষের ভিড়ে তাঁকে চিনে নিতে কষ্ট হত না। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি, গ্রামের হাটে দেখেছি বিকেল বেলা পোস্টম্যানকে চিঠি বিলি করতে। তেমনই গ্রামের মানুষ চাতক পখির মত পোস্টম্যানকে ঘিরে চিঠির খোঁজ-খবর নিতেন।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে পারস্যে প্রথম ডাক ব্যবস্থার কথা জানা যায়। আর

চলবে...

বিষয়- বিজ্ঞান

বামন মানুষের কথা

অজয় মজুমদার

আমাদের সান্ধ্যকালীন সম্মিলনীর আড্ডায় 'পিনে' নামের এক বামন উঁকি মেরে ভানুদাকে কি যেন বলে গেল। সেই সময় গৌরদা পিনেকে দেখেই বলল-" বামন মানুষের জন্যেও সংরক্ষণ থাকা উচিত।" ওদেরও ঠাট্টা ইয়ার্কির পাত্র করা হয়। সোশ্যাল হিমুলিয়েশানে ওরা জর্জরিত ও এইসব কথার প্রেক্ষিতে রবীনদা আমাকে নির্দেশ দিলেন- এ বিষয়ে কিছু জানাও। তাই আজকের প্রতিবেদন লেখা শুরু করলাম— বামনদের কথা। প্রথমেই আমরা বিশ্ব সেরা আট জন বামন মানুষের কথা জেনে নেব। এদের কারো উচ্চতা দু ফুট, তো কারো আবার দেড় ফুট। অনেকেই আবার বিশ্বের গিনেজ খর্বাকার ব্যক্তি হিসেবে রেকর্ড করেছেন। তাদের কেউ অভিনেতা, কেউ বডি বিল্ডার। বিশ্বের এই খর্বাকার ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানলে চমকে যেতে হয়।

১) জুনরি বালা উইং— গিনেজ রেকড অনুযায়ী বিশ্বের খর্বাকার ব্যক্তি জুনারি বালা উইং। উচ্চতা এক ফুট ১১.৬২ ইঞ্চি ও ১৯৯৩ সালে ফিলিপিনসের সিন্দান গ্রামে এক কামারের ঘরে জন্ম। চার ভাই বোনের

মধ্যে জুনারি বয়সে বড়। এক বছর বয়স থেকেই তার শারীরিক বৃদ্ধি থমকে যায়।

২) স্টেডি হেরল্ড— ৪৪ বছর বয়সে মৃত্যু হয় বিশ্বের খর্বাকার এই মানুষটির। কেন্টাকির বাসিন্দা স্টেডির উচ্চতা ছিল দু ফুট চার ইঞ্চি। চিকিৎসা পরিভাষায় অস্টিও জেনেসিস ইমপারফেক্টায় নামে জিনগত সমস্যার কারণে এই অবস্থা। একজন সাধারন মানুষের মতো শারীরিক বৃদ্ধি হয়নি তার। কিন্তু তার তিন সন্তান হয়েছে। দুই মেয়ে ও এক ছেলে, এরা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক।

৩) অজয় কুমার গিনেস পাকরু নামে পরিচিত মালায়ালাম হাস্যকৌতুক অভিনেতা হলেন অজয় কুমার। খর্বাকার অভিনেতা হিসাবে গিনেস রেকর্ড রয়েছে তার। তিনি উচ্চতায় ২ ফুট ৬ ইঞ্চি।

৪) জ্যোতি আমগে— ১৯৯৩ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জন্ম। পেশায় অভিনেত্রী ও ২০১১ সালে বিশ্বের খার্বাকার মহিলা হিসেবে গিনেস ঘোষণা করে। তার উচ্চতা দু-ফুট ০.৬ ইঞ্চি। অ্যাকোন্ড্রোপ্লাসিয়া নামে জিনগত সমস্যার কারণে তার শারীরিক বিকাশ ঘটেনি। বিগ বস-৬ এর প্রতিযোগী ছিলেন তিনি।

৫) এডওয়ার্ড নিনো হার্ণান্ডেজ ২০১০ সালে বিশ্বের খর্বাকার ব্যক্তি গিনেস রেকর্ড করেন। চব্বিশ বছর বয়সে তার উচ্চতা ছিল দু-ফুট, তিন ইঞ্চি। ওজন ছিল ১০ কেজি। ১৯৮৬ সালে জন্ম কলম্বিয়ার বোগেটায়। নেপালের খগেন্দ্র থাপ্পার আগে খর্বাকার পুরুষ হিসাবে তার রেকর্ড ছিল।

৬) খগেন্দ্র থাপ্পা— এডওয়ার্ড নিনো-র পর বিশ্বের খর্বাকার পুরুষ হিসেবে রেকর্ড ছিল নেপালের বাসিন্দা খগেন্দ্রর। তার উচ্চতা দু- ফুট আড়াই ইঞ্চি। স্থানীয়দের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন লিটল বুদ্ধ নামে।

৭) আদিত্য রোমিও— বিশ্বের খর্বাকার বডি বিল্ডার। উচ্চতা দু-ফুট ৯ ইঞ্চি। ওজন ৯ কিলো গ্রাম। পাঞ্জাবের কাপুরথালার ফাগওয়ারায় ১৯৮৮ সালে জন্ম। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ২০১২ সালে তার মৃত্যু হয়।

৮) আরতী ডোগড়া— ভারতের প্রথম বামন মহিলা আই এস অফিসার। ৩ ফুট মেয়েটির নাম আরতী ডোগড়া। সবাই তাকে দেখে হাসতো। কিন্তু একসময় তিনি সবার মুখ বন্ধ করে দিলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে। তিনি হলেন ভারতের প্রথম বামন মহিলা আইএএস অফিসার। সবাই কিন্তু সার্কাসের আলু সিং কিংবা পটল সিং হবার জন্য জন্মায়নি। সেখানে আরতির মতো মেধাবী মেয়ে আছে। এ সমাজে মানুষ অনেক ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বেঁচে আছেন। এ সমাজে বহু মানুষ এখনো কুসংস্কার নিয়ে বাঁচেন। যদি কেউ জন্মগতভাবে বামন হন তাহলে তাকে সহ্য করতে হয় অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা। বার বার মনে করিয়ে দেয় সে অন্যদের মতো স্বাভাবিক নয়। এই সমস্ত প্রতিকুলতা পার করে আরতি হয়ে উঠেছে ভারতের প্রথম বামন আই এস অফিসার। এই পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রথম পোস্টিং হয় মহকুমা শাসক। এবং কয়েক বছর পর জেলাশাসকের দায়িত্ব পান ও বর্তমানে তিনি রাজস্থানের কোন একটি জেলার জেলাশাসকের দায়িত্বে আছেন। তার কাজের সুনাম বর্তমানে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সীমাবদ্ধ বৃদ্ধি দুই প্রকার রয়েছে—

আনুপাতিক ছোট আকার (পিএসএস)— শরীর বাহু এবং পায়ের বৃদ্ধির একটি সাধারণ অভাব ও

অসামঞ্জস্যপূর্ণ— ছোট আকার (ডিএসএস)— যেখানে বাহু এবং পা বিশেষ ভাবে ছোট হবার পাশাপাশি সীমাবদ্ধ বৃদ্ধিসহ কিছু মানুষের অন্যান্য শারীরিক সমস্যা থাকে। সেখানে নত পা বা অস্বাভাবিক ভাবে বাঁকা মেরুদন্ড। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে কোন গুরুতর সমস্যা নেই এবং তারা একটি স্বাভাবিক আয়ু সহ জীবন যাপন করতে সক্ষম। পি এস এস এর সাধারণ কারণ ছোট ছোট বাবা মায়ের সন্তান জন্মানো। কিন্তু এটি কখনো কখনো শরীরের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি হরমোন তৈরি না করার ফলাফল।

কিছু জেনেটিক সিনড্রোম যেমন টার্নার সিনড্রোম, নুনাল সিনড্রোম এবং প্রাগর— উইলি সিনড্রোম, এছাড়াও পিএসএস হতে পারে। ডিএসএস এর কারণ- অ্যাকোনড্রোপ্লাসিয়া নামক একটি বিরল জেনেটিক অবস্থা। ডিএসএস- এর সবচেয়ে সাধারণ কারণ। এটি দুর্বল হাড়ের বৃদ্ধি ঘটায়, যার ফলে উপরের বাহু এবং উরু ছোট হয়। এই রোগাক্রান্ত অনেক শিশুর বাবা- মা স্বাভাবিক উচ্চতার হন।

সীমাবদ্ধ বৃদ্ধি নির্ণয়— বৃদ্ধি নির্ণয় করা যেতে পারে শিশুর জন্মানোর আগে, শীঘ্রই পরে, বা বড় হওয়ার সঙ্গে যখন বৃদ্ধির সমস্যা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি সাধারনত গ্রোথ হরমোন স্টিমুলেটিং টেস্ট করে নির্ণয় করা হয়।

রক্তের গ্রোথ হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য ওষুধ ইনজেকশন করে একটি শিরা বা পেশিতে প্রবেশ করানো হয়। স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম বৃদ্ধি হরমোনের ঘাটতি নির্দেশ করে। রক্ত পরীক্ষায় গ্রোথ হরমোনের মাত্রা কম থাকলে পিটুইটারি গ্রন্থি (যা গ্রোথ হরমোন উৎপন্ন করে নিঃসৃত করে) দেখার জন্য ব্রেন স্ক্যান করা প্রয়োজন। যদি এক বা উভয় পিতামাতার পারিবারিক ইতিহাস থাকে যা ছোট আকারের হয়, তাহলে তাদের শিশুর গর্ভাবস্থায় (জন্মসূত্র নির্ণয় এর জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে) সমর্থন গ্রুপ বা সাপোর্ট গ্রুপ এদের জীবনে প্রয়োজন হলে

যোগাযোগ করতে পারবেন। Support@ksginfo.org ইমেল করুন।

বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা এই সাইটটি বিকাশে সহায়তা করছে, তারা উদারভাবে যোগাযোগ করতে সম্মত হয়েছে।

Ipadatabase@juno.com -এ আমেরিকার ন্যাশনাল হেড কোয়ার্টার অ্যাডমিনিস্ট্রেটের লিটল পিপলকে ইমেল করুন।

SED এবং Kniest ই গ্রুপ টি আগষ্ট ২০০০ এ গঠিত হয়েছিল। Kniest , SMD এবং SED সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

বামন মানুষের পিতা-মাতা এই সহায়ক গোষ্ঠীর ৭০০ বেশি সদস্য রয়েছে এবং একজন সাধারন পিতা-মাতা দ্বারা পরিচালিত করা হয়।

স্প্যানিস ভাষায় ছোট মানুষ এবং তাদের পরিবারের জন্য yahoo ক্লাব GENTE_PEQUENA_DE_ARGENTINA_Y_LATINA @yahoogroups.com

ল্যাটিনোস দে বাজা এস্টাতুরা (সংক্ষিপ্ত ল্যাটিনোস) সমগ্র স্প্যানিস-

ভাষী বিশ্ব থেকে সংক্ষিপ্ত আকারের ল্যাটিনোদের জন্য একটি স্প্যানিস ভাষার তালিকা ১৩-১৭ বছর বয়সী এল পি এবং তাদের বন্ধুদের একটি তালিকা বামনদের বিকল্প ডেটিং-এর ব্যবস্থাও রয়েছে। আপনি এখানে সমর্থন পেতে পারেন। http://www.Ipdate.org/

১৬ প্রহর ব্যাপী নাম যজ্ঞানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ মণ্ডলপাড়ার কালিতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ১৯- ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় মহতী ধর্মীয় অনুষ্ঠান। গ্রামবাসীগণের উদ্যোগে আয়োজিত ৬দিন ব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অধিবাস, ভাগবত পাঠ, কবিগান, লীলা কীর্তন ও ১৬ প্রহরব্যাপী নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। শেষ দিনে ভোগকীর্তন ও ভোগারতি শেষে মহাপ্রভুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রতিদিন অগণিত ভক্ত সমাগমে ৬ দিন ব্যাপী আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নতুন নাটক ক্যাকড়া

নীরেশ ভৌমিকঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার সারা বছরই নাট্য চর্চায় মগ্ন থাকে। গত ২৯ ডিসেম্বর তাঁদের নতুন প্রযোজনা প্রখ্যাত নাট্যকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিরচিত সমকালীন নাটক ক্যাকড়া প্রথম দর্শন প্রদর্শিত হয় সংস্থার মহলা কক্ষে। সংস্থার প্রানপুরুষ বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে।

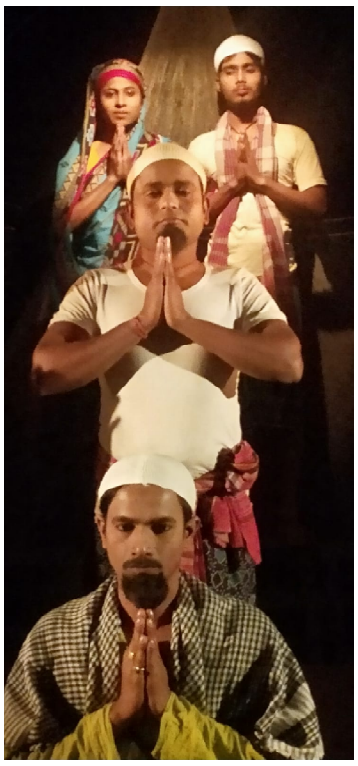

সামাজিক এই নাটকটিতে মৎস্যজীবী ছরুভাই ও মুন্নেসার সুখী জীবনে নারী লোলুপ ছগন আলির কুনজর লিপ্সা ছরু ও মুন্নেসার জীবনে বিভেদ সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে হিন্দু- মুসলিম এক হয়ে ছগন আলিকে শায়েস্তা করে। ভুলবোঝাবুঝির অবসান শেষে ফের মিলন হয় দম্পতি ছরু ও দ্বরু মুন্নেসার। নাটকটির মুখ্য চরিত্রে ছগন ছরু এবং সেই সঙ্গে মুন্নেসার চরিত্রে রুমকি দে'র অনবদ্য অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। মঞ্চ আবহ, আলো এবং সেই সঙ্গে ভাটিয়ালি সুর,আজান এবং নেপথ্য সংগীত নাটকটিকে দর্শকের মনের মণি কোঠায় পৌঁছে দেয়। প্রথম দর্শনে সামান্য কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও পরবর্তী দর্শনগুলিতে সেসব দূর হয়ে নাটকটি আপামর দর্শককে মুগ্ধ করবে।

চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর নাট্যকর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলার অন্যতম নাট্যদল চাঁদপাড়া এ্যাক্টো, দুদিন ব্যাপি এক নাট্যকর্মশালা সম্পন্ন করে গাইঘাটা ব্লকের মহিষাকাটি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে। গত ২৬-২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহন করে। কর্মশালায় নাটক ছাড়াও মূকাভিনয় শেখানো হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা সুভাষ চক্রবর্তী ও প্রীতম মজুমদার। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনতোষ মজুমদার চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান। প্রশিক্ষক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যেই তাঁদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আগামীতে চাঁদপাড়া অ্যাক্টোর উদ্যোগে নাটকের সেমিনার নাট্য কর্মশালা, নাটকের জন্য মাস্ক ও মুখোশ তৈরির কর্মশালার আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁদের এই প্রয়াস বাংলার নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলে সুভাষবাবু প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জন্মদিনে চাঁদপাড়ায় যীশু খ্রীষ্ঠ স্মরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ আশে পাশে কোন গীর্জা নেই, কেহই খ্রীষ্ঠান ধর্মাবলম্বী নন, তবুও অমৃতের পুত্র ভগবান যীশুর আবির্ভাব তিথিতে তাঁকে সস্মরণ করল চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া তরুন দল ক্লাবের সদস্যরা। ক্লাবের অন্যতম সদস্য ভগবান যীশুর পরম ভক্ত রুপন মজুমদারের উদ্যোগে ক্লাব সংলগ্ন প্রাঙ্গনে যীশুর জন্মের কাহিনীর উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি ও এবং মাদার টেরেসার ও মিস্টার নিবেদিতার বৃহৎ আকারের প্রতিকৃতি সকলের নজর কাড়ে। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলেকা থেকে বহু সাধারন মানুষ প্রদর্শনী দেখতে আসেন। প্রদর্শনী প্রাঙ্গনে দর্শনীয় সাজ সজ্জা, আলোকমালা, ফোয়ারা ছাড়াও সান্তাক্লজ, চার্লি চ্যাপলিনের সাজে বশুরুপীরা ছোট-বড় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্লাব সদস্য বিনয় মজুমদার জানান, রুপন ইতিপূর্বেও একবার যীশুর জন্মদিন (বড়দিন) উপলক্ষে এধরনের প্রদর্শনীর অয়োজন করেছিল। এলেকাবাসী সকলেই রুপনের এই উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। ১জানুয়ারী পর্যন্ত এলেকাবী প্রদর্শনটি দর্শন করবেন বলে জানা গেছে।

মৃদঙ্গম এর নাট্যোৎসবে ১০টি নাটক

সঞ্জিত সাহাঃ গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে গত ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত মৃদঙ্গম জাতীয় নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন আসাম প্রদেশের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব দয়াল কৃষ্ণ নাথ। এদিন শুরুতেই মৃদঙ্গম এর অন্যতম সদস্য সৌমিতা দত্ত বণিকের পরিচালনায় নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক মন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে মৃদঙ্গম আয়োজিত নাট্য উৎসবে মোট ১০ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও ছিল নৃত্যের অনুষ্ঠান ও নাটকের সেমিনার। গত ২৪ ডিসেম্বর অপরাহ্নে থিয়েটার ও রাজনীতি শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নেন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক আশীষ চ্যাটার্জী ও কুশল ডেকা। ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানে আসাম রাজ্য থেকে আগত ৩টি নাট্যদলের নাটক ছাড়াও ছিল আয়োজক সংস্থা মৃদঙ্গম প্রযোজিত নাটক ছায়াকৃত। নাটকটিতে মৃদঙ্গম এর নির্দেশক বরুন করের অনবদ্য অভিনয় সমবেত দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে। আসামের লখীমপুরের অভিনব থিয়েটারের মঞ্চসফল নাটক কড়েয়া সচ, হালিশহর ইউনিটি মালঞ্চ প্রযোজিত নাটক 'স্বপ্নের এক ফেরিওয়ালা' বহরমপুর উজান এর সকলের ভালোলাগার নাটক জ্যাম্বো ও একটি চিত্রনাট্য আসানসোলের রেপাটরি থিয়েটার পরিবেশিত 'সারমেয় কথা', কলকাতা স্বতন্ত্র প্রযোজিত নাটক জননী এবং ঠাকুরনগর অনুরঞ্জন প্রযোজিত ও মিন্টু মজুমদার নির্দেশিত মজার নাটক 'বিগবাজার' সমবেত দর্শক সাধারনের মনোরঞ্জন করে। সবকিছু মিলিয়ে মৃদঙ্গম আয়োজিত এবারের মৃদঙ্গম উৎসব ২০২২ এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

সাড়ম্বরে শুরু অনুরঞ্জন এর ৮ম বর্ষের নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিকঃ প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার বিস্তীর্ন দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে , সংগীতের সাথে সংস্থার সদস্যগনের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর সাড়ম্বরে শুরু হল ঠাকুনগরের অন্যতম নাট্যদল অনুরঞ্জন এর ১২ তম বর্ষে আয়োজিত ৮ম বার্ষিক জাতীয় নাট্য উৎসব। এদিন সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত নাট্যাৎসবের সূচনা করেন বিশিষ্ট নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি মৃনাল কান্তি বিশ্বাস। সভাপতি শ্রী বিশ্বাস সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে সুদীর্ঘ ১২ বৎসর যাবৎ নাট্যাচর্চার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। উদ্বোধক শ্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন অনুরঞ্জন এর নাটক দর্শকদের অনুরঞ্জিত করবে। স্বাগত ভাষণে সংস্থার কর্ণধার ও নাট্য পরিচালক মিন্টু মজুমদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, শুধু নাট্যচর্চা নয়, নাটকের প্রয়োজনে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ছাড়াও এখানে মূকাভিনয়েরও চর্চা করা হয়। হয় নাটকের সেমিনারও।

নাট্যোৎসবের শুরুতে এদিন হাওড়া পঞ্চক প্রযোজিত মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে শ্রুতিনাটক অন্তিম পর্ব পরিবেশিত হয়। এরপর আসাম থেকে আগত বর্ণম নাট্যদল মঞ্চস্থ করে মঞ্চ সফল নাটক তিনটা রঙিন পখিলা, এদিনের শেষ নাটক গোবরডাঙা মৃদঙ্গম প্রয়োজিত ও বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক বরুন করে অভিনয় সমৃদ্ধ নাটক ছায়াকৃত। ৫দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবে অনুরঞ্জন প্রয়োজিত দুষ্টু বোকা বাঘ, বিগ বাজার ও যা তারা পারে না। এছাড়াও রায়েছে ঠাকুরনগর পরশ প্রযোজিত মূকাভিনয় চন্ডালিকা, শেষে বিবর্তন বিষয়ক নাট্য আলোচনা ছাড়াও অনুষ্ঠিত হবে ঠাকুরনগর কলাভূমির সৃজনশীল নৃত্যের অনুষ্ঠান।

স্কুল ভবন তৈরি হয়েও পড়ে আছে

প্রথম পাতার পর

আবাসিক স্কুল তৈরীর জন্য সে সময় খরচ ধার্য করা হয়েছিল প্রায় ৬ কোটি টাকা। ১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠন হবে স্কুলে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ বছর দুয়েক হলো শেষ হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ ও জলের ব্যবস্থাও হয়েছে। স্কুলের বর্তমানে পাঁচিল ঘেরা জায়গাটির মধ্যে ছাত্রি আবাস, প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা আবাস রয়েছে। বিদ্যালয় ভবন সহ সবঘর তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্কুল চালু না হওয়ায় স্কুল চত্বরে রোজ দূরদূরান্ত থেকে বহিরাগতরা এসে ভিতরে ভিড় করছে। মদ গাঁজা খেয়ে দৌরাত্ম্য চালাচ্ছে ভেতরে। ঘন জঙ্গল তৈরি হয়ে সাপের উপদ্রব বাড়ছে। বৃদ্ধ বিমল কুমার ঘোষ বলেন, "কোটি টাকা ব্যয়ে স্কুলটির বর্তমানে রং খসে পড়ছে। কোন নিরাপত্তাকর্মী না থাকায় বাইরে থেকে লোক ঢুকে জানালা-দরজা নষ্ট করছে। স্কুলটি চালু না হওয়ায় হতাশ বাসিন্দারা"।

এদিন স্কুল ভবন পরিদর্শনের খবর পেয়ে খুশি বাসিন্দারা। তাদের বক্তব্য, এবার হয়তো স্কুলটি চালু হতে চলেছে। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায় বলেন, "আমরা আশা করছি খুব দ্রুত এই স্কুলটি চালু করা সম্ভব হবে"।

শিক্ষা কর্মীদের বে-আইনি নিয়োগ

প্রথমপাতার পর...

তালিকায় থাকায় বনগাঁ সাংস্কৃতিক মহলে আলোড়ন পড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বনগাঁর এক কবি বলেন, "এটা বনগাঁর সংস্কৃতির লজ্জা যে, একজন সাংস্কৃতিক কর্মী ঘুরপথে চাকরি নিয়েছিল।

যদিও বেআইনি নিয়োগের কথা অস্বীকার করেছে সুশোভনবাবু। তিনি বলেন, ২০১৬ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল। তারপর পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ দিয়ে আমি চাকরি পাই। জেলার মধ্যে আমার র‍্যাঙ্ক ১৩ হয়েছিল। হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত নেবে তা মেনে নেব।

মঙ্গলবার সারদাচরণ বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুপর্ণা ঘোষ রায়ের কাছে হাইকোর্টের নির্দেশের কপি জেলা শিক্ষা দপ্তরের থেকে মেল করা হয়েছিল।

প্রধান শিক্ষিকা সেই মেল সুশোভন বাবুর কাছ থেকে রিসিভ করিয়ে পুনরায় সেটি শিক্ষা দপ্তরের কাছে মেল করে দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, হাইকোর্ট ও শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশমত পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

বনগাঁ মহকুমার ইছাপুর হাই স্কুল, বল্লভপুর বিশ্বম্ভর বিদ্যাপীঠ, ট্যাংরা কলোনি হাই স্কুলের শিক্ষা কর্মীদের নামও রয়েছে এই বেআইনি নিয়োগ তালিকায়।

ওই সব কর্মীরা কোন মন্তব্য করতে চাননি। প্রধান শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশমত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়াদের দুশ্চিন্তা না করার আশ্বাস তৃণমূল জেলা সভাপতির

প্রথমপাতার পর...

পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ বিজেপির নাম না করে বলেন "যারা নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কথা বলে না, তাদের সঙ্গে আপনারা যাবেন না।

এনআরসি সিএএ এর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রুখে দাঁড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর শেষ রক্ত থাকা পর্যন্ত তিনি নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষদের রক্ষা করবেন। ভোটের আগে সিএএ নিয়ে ভাওতা দিতে নেমে পড়েছে একটি রাজনৈতিক দল।

এদিনের সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত তৃণমূল নেতারা সকলেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের এবং মতুয়া ঠাকুর বাড়ির উন্নয়নের কি কি কাজ করেছেন তার পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন।

এবিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস বলেন, "সিএএ মানুষের নাগরিকত্ব দেয়, নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় না। মতুয়ারা যদি নাগরিকত্বের কার্ড পান তৃণমূল নেতৃত্বের আপত্তি কোথায়। ওরা রাজনৈতিক স্বার্থে মতুয়াদের ভুল বোঝাচ্ছেন।"

তরুণ তীর্থের শিশু কিশোর উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ সংঘ, ত্যাগ, সত্য এই আদর্শকে পাথেয় করে শিশু কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ১৯৫২ সাল থেকে কাজ করে চলেছে শিশু কিশোরদের সংগঠন তরুণ তীর্থ।

গত ২৬-৩০ ডিসেম্বর গাইঘাটার গাজনা কিশলয় তরুণ তীর্থের ব্যবস্থাপনায় ও সংগঠনের গাজনা কিশলয় তরুণ তীর্থের ব্যবস্থাপনায় ও সংগঠনের বৃহত্তর কলকাতা জেলার শাখার উদ্যোগে শুরু হয় তরুণ তীর্থের বার্ষিক শিশু কিশোর উৎসব ২০২২। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ৫দিন ব্যাপী আয়োজিত শিক্ষা শিবিরের সূচনা করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি সুবোধ ভৌমিক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও স্থানীয় মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির সভাপতি কালিপদ সরকার, গাইঘাটা ব্লকের সমাজ কল্যান আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ, শিক্ষাবন্ধু মিলন কান্তি সাহা, সংগঠনের জেলা সভাপতি মৃণাল গুপ্ত প্রমুখ।

শিক্ষক কিশোর ব্যাপারীর সুচারু পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যতম সংগঠক শিক্ষক কিশোর ব্যাপারী ও ভাস্কর বসু জানান, আয়োজিত শিবিরে বিভিন্ন জেলা থেকে তরুণতীর্থের দুই শতাধিক সদস্য কিশোর ও কিশোরীরা অংশ গ্রহণ করে।

নিবেদিতা শিশু তীর্থের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী শিশুশিক্ষা প্রতিযোগিতা মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল গত ২৪ ডিসেম্বর। এদিন সকালে স্থানীয় আনন্দ সম্মিলন ময়দানে জাতীয় ও শিক্ষালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবারডাঙ্গার পৌরপতি শংকর দত্ত, খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক অশোক পাল, জ্যোতিপ্রকাশ কবিরাজ, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রীড়াবিদ জীবন কুণ্ডু, সঞ্জয় মাঝি, গোবরডাঙ্গা থানার ওসি অসীম পালসহ বহু বিশিষ্টজন।

কাব্যপটের প্রান্তরে কবিতা পাঠ ও সাহিত্যচর্চার আসর

সঞ্জিত সাহা ঃ গোবরডাঙ্গার অন্যতম কাব্য সাহিত্য চর্চার প্রতিষ্ঠান 'কাব্যপটের প্রান্তরে' আয়োজিত কবিতা পাঠ ও সাহিত্য চর্চার আসর বসেছিল গোবরডাঙ্গার প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতনে।

২৫ ডিসেম্বর ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সাহিত্য বাসরের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নন্দদুলাল বসু। অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিনে প্রবীণ সাহিত্যিক রাসমোহন দত্ত, স্বপন কুমার বালা, নবকুমার বিশ্বাস, ধীরাজ রায়, পাঁচুগোপাল হাজরা, প্রবীর হালদার, ডাঃ অমৃতলাল বিশ্বাস, কবি অলকানন্দ বসু, আবৃত্তিকার রুমা সাহা ও সাধনা মজুমদার প্রমুখ।

বনগাঁ বাগদা রেলপথ তৈরির জন্য অর্থ মঞ্জুরের কথা ঘোষণা

প্রথম পাতার পর

নতুন ট্রেন সূচনা উপলক্ষে বনগাঁ স্টেশনে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তিনি এদিন দাবি করে বলেন, "বনগাঁ থেকে বাগদা পর্যন্ত রেলপথ তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অর্ধবর্ষের অর্থ অনুমোদন করেছেন। এখন রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে দিলেই আমরা কাজটা শেষ করতে পারবো বলে আশা করছি।

বনগাঁ থেকে বাগদার রেল পথের দাবী মানুষের দীর্ঘদিনের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বনগাঁ বাগদা রেল পথের শিলান্যাসও করেছিলেন। কিন্তু তারপরে আর কাজ এগোয়নি বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ে বাগদার বিধায়ক তথা তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "গত চার বছর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে এলাকার মানুষ দেখেননি। তিনি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। সামনে আবার লোকসভার ভোট আসছে। তার আগে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বনগাঁ বাগদা রেলপথ নিয়ে তিনি ভাওতা দিচ্ছেন।" বিশ্বজিৎ বাবুর দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বনগাঁ বাগদা রেল পথের ঘোষণা করেছিলেন। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার আর এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়নি। শান্ত নু ঠাকুরও কোন চেষ্টা করেননি এই রেল পথ চালু করার জন্য। কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থ মঞ্জুর হোক, তারপর আমরা জমি অধিগ্রহণ এর বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করব।"

দত্তপুকুর দৃষ্টির শিশু নাট্য কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দত্তপুকুরের নাট্যদল দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে এক শিশু নাট্য কর্মশালার উদ্বোধন হল ২৭ ডিসেম্বর। সংস্থার নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্রের শিল্পশালায় ৪দিন ব্যাপী আয়োজিত শিল্পশালায় জনা ৩৫ বালক ও কিশোর- কিশোরী অংশ গ্রহণ করে। শিবির পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী গার্গী ভট্টাচার্য, অহনা দাস, ঐশী ভট্টাচার্য, প্রবীর দাস, জয় বেরা ও সুস্মিতা দাস প্রমুখ।

জেলার অন্যতম নাট্যদল দৃষ্টি সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর যাবৎ সুনামের সাথে নাট্যচর্চা ও প্রসারের কাজে রত। এবারে তাদের নবতম প্রযোজনা এই শিশু নাট্যকর্মশালা। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানালেন, ৩১ ডিসেম্বর কর্মশালার শেষ দিনে কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীগণের তৈরি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

সংস্থার প্রাণপুরুষ বুদ্ধদেববাবু নাট্যচর্চা ও প্রসারে উপস্থিত অভিভাবকগণ সহ সকল সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

হয়েছে। দীর্ঘদিন তিনি এলাকা ছাড়া। শান্ত নুর বাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে শান্তনু বাবু ডাক্তার দেখাতে গিয়েছেন। শান্তনুর মা সাধনা বিশ্বাস বলেন, "চন্দন মন্ডল এর মাধ্যমে আমার ছেলে একবার চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। পরে নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে, সেই চাকরিই করছে।

বেআইনি নিয়োগের অভিযোগে চাকরি গিয়েছে রনঘাট অঞ্চল হাই স্কুলের শিক্ষিকা রমা মন্ডলের। তিনি জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ছিলেন।

মঙ্গলবার স্কুলে গিয়ে রমা দেবীর দেখা পাওয়া যায়নি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শান্ত নু দে বলেন, "ওই শিক্ষিকা এদিন স্কুলে আসেননি। তবে তার চাকরি চলে গিয়েছে কিনা এ বিষয়ে কোন নির্দেশ স্কুলে এসে পৌঁছায়নি।" রমা দেবীর বাড়িতে গিয়েও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। বাড়িতে তালা দেওয়া ছিল।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স
◆ নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
◆ আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
◆ আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
◆ পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
◆ এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
◆ জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
◆ সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
◆ Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা
এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN

Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**